بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর অতীব নিষ্ঠাবান সাহাবাকেরাম আজমাইনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মর্ডেনস্থ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ লণ্ডনে প্রদত্ত ২৯ নভেম্বর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু মালেক বিন নাজ্জার বংশীয় ছিলেন। তিনি হযরত যায়েদ বিন সাবেত এর বড়ভাই ছিলেন। হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত দুবাইয়া বিনতে সাবেতকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত বদর ও উহুদ উভয় যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) এর খিলাফতকালে ইয়ামামা-র যুদ্ধের দিন ১২ হিজরী সনে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, একদিন তিনি মহানবী (সাঃ) এর পাশে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে বসেছিলেন। তখনই এক জনের মরদেহ নিয়ে যেতে দেখা যায়। মহানবী (সাঃ) সেই মরদেহ দেখামাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান আর তাঁর সাহাবীরাও দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই মরদেহ নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন। হযরত ইয়াযিদ বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে হয় না তিনি (সাঃ) কোন কষ্ট বা জায়গা স্বল্পতার কারণে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার মনে হয়, সেটি কোন ইহুদি নারী অথবা পুরুষের মরদেহ ছিল।

হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তারা একদিন মহানবী (সাঃ) এর সাথে বের হন। এটি সুনানে নিসাঈ হাদিসের বর্ণনা। আর পূর্বেরটি ইতিহাসের কোন গ্রন্থের। হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত (রাঃ) বলেন, আমরা মহানবী (সাঃ) এর সাথে বের হই। তিনি (সাঃ) একটি নতুন কবর দেখেন এবং বলেন, এটি কী? সাহাবীরা উত্তর দেন, এটি অমুক গোত্রের এক কৃতদাসীর কবর। এতে মহানবী (সাঃ) তাকে চিনতে পারেন। সাহাবীরা নিবেদন করেন, এই কৃতদাসী দুপুরের সময় মারা গিয়েছিল, যখন আপনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আপনি যেহেতু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তাই আমরা আপনাকে উঠানো সমীচিন মনে করিনি। এটি শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং নিজের পেছনে সারিবদ্ধভাবে মানুষকে দাঁড় করিয়ে তাতে অর্থাৎ সেই কবরে চারবার তাকবীর বলেন। তিনি (সাঃ) কাতার তৈরী করে জানাযা পড়েন। এরপর তিনি বলেন, আমি যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আছি, তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই মৃত্যু বরণ করবে তার সংবাদ আমাকে অবশ্যই অবগত করাবে, কেননা আমার দোয়া তার জন্য রহমত স্বরূপ।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তার নাম হলো হযরত মুআব্বেয বিন আমর বিন জমুহ্। হযরত মুআব্বেয আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জুশাম বংশের সদস্য ছিলেন। হযরত মুআব্বেয-এর পিতার নাম আমর বিন জমুহ্ এবং তার মায়ের নাম হিন্দ বিনতে আমর ছিল। হযরত মুআব্বেয বিন আমর বিন জমুহ্ নিজের দুই ভ্রাতা হযরত মুআয এবং খাল্লাদ এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুআব্বেয বিন আমর এর পিতা হলেন সেই আমর বিন জমুহ্, যাকে তার ছেলেরা তার পঙ্গুত্বের কারণে বা পায়ে সমস্যা থাকার কারণে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয় নি। উহুদের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আমর বিন জমুহ্ নিজ পুত্রদের বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় তোমারা আমাকে যুদ্ধে যেতে দাও নি কিন্তু এ যুদ্ধে আমি অবশ্যই যাব, তোমরা আমাকে এবারে আর বাধা দিতে পারবে না। তার পুত্ররা বারংবার বলে, আপনার পা অচল, এমতাবস্থায় আপনার জন্য যুদ্ধ করা ফরয নয় বা আবশ্যক নয়। কিন্তু হযরত আমর বিন জমুহ্ তাদের কথা শুনেন নি এবং মহানবী (সাঃ) এর সকাশে উপস্থিত হন আর নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমার সন্তানেরা আমার অচল পায়ের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে আমাকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাদের সাথে যুদ্ধে যেতে চাই। মহানবী (সাঃ) ও একই কথা বলেন যে, তোমার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে,

তোমাকে আল্লাহ্‌তা'লা শারীরিকভাবে অক্ষম করেছেন, তাই তোমার জন্য জিহাদ করা ফরয বা আবশ্যক নয়। কিন্তু যাহোক, অবশেষে মহানবী (সাঃ) তার স্পৃহা বা আগ্রহ দেখে তাকে অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আমর বিন জমুহ্‌ নিজের যুদ্ধ সরঞ্জাম নেন আর একথা বলে (যুদ্ধে) চলে যান যে, হে আল্লাহ্‌! আমাকে তুমি শাহাদাতের মর্যাদা দান কর আর তুমি আমাকে ব্যর্থ মনোরোথ করে আমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়ে এনোনা। পরবর্তীতে বাস্তবেই তার এ আকঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় আর তিনি উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তার সম্বন্ধে বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি আমরকে জান্নাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে দেখেছি।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত বিশর বিন বারা বিন মা'রুর। হযরত বিশর আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু উবায়েদ বিন আদী বংশের সদস্য ছিলেন। অপর এক ভাষ্য অনুসারে তিনি বনু সালামা-র সদস্য ছিলেন। হযরত বিশর-এর পিতার নাম হযরত বারা বিন মা'রুর আর মাতার নাম খুলায়দা বিনতে কায়েস ছিল। হযরত বিশর-এর পিতা হযরত বারা বিন মা'রুর সেই বারো জন নেতার একজন ছিলেন যাদেরকে সর্দার নিযুক্ত করা হয়েছিল আর তিনি বনু সালামা গোত্রের নেতা ছিলেন। হযরত বিশর তার পিতার সাথে আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। হযরত বিশর বিন বারা মহানবী (সাঃ)-এর সুদক্ষ তিরন্দাজ সাহাবীদের একজন ছিলেন। মহনবী (সাঃ) হযরত বিশর এবং মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী হযরত ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ্‌র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত বিশর বদর, উহুদ, খন্দক বা পরিখা, হুদায়বিয়া এবং খায়বারের যুদ্ধাভিযানে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্‌ বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, হে বনু সালামা তোমাদের নেতা কে? তারা উত্তর দেয়, জাদ্‌ বিন কায়েস। তখন তিনি (সাঃ) বলেন, তোমরা তাকে কী কারণে নেতা মান্য কর? তারা নিবেদন করে, তিনি আমাদের চেয়ে বেশি সম্পদশালী, অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ও বড় মানুষ, তাই আমরা তাকে নেতা বানিয়েছি, কিন্তু একই সাথে তারা এও বলে যে, কেবল তার কার্পণ্যের কারণে আমরা তাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করি। মহানবী (সাঃ) বলেন, কৃপণতার চেয়ে বড় ব্যাধি আর কোনটি আছে? কৃপণ হওয়া তো অনেক বড় ব্যাধি, তাই সে তোমাদের নেতা নয়। তারা নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! তাহলে আপনিই বলে দিন আমাদের নেতা কে? তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, বিশর বিন বারা বিন মা'রুর তোমাদের নেতা। অর্থাৎ যে সাহাবির স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তোমাদের নেতা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদিরা মহানবী (সাঃ)-এর দোহাই দিয়ে দিয়ে অওস ও খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য দোয়া করত। পরস্পর যুদ্ধ করার সময় এ দোয়া করত যে, যে নবীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তাঁর নামে আমাদেরকে বিজয় দান কর। আল্লাহ্‌তা'লার কাছে তারা এই প্রার্থনা করত। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা যখন মহানবী (সাঃ) কে আরব ভূমিতে প্রেরণ করেন, তখন তারাই তাঁকে অস্বীকার করে এবং তারা যা বলতো তার অস্বীকারকারী হয়ে যায়। হযরত মুয়ায বিন জাবাল ও হযরত বিশর বিন বারা এবং হযরত দাঊদ বিন সালামা (রাঃ) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে একদিন বলেন, হে ইহুদি দল! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। পূর্বে তোমরাই তো মুহাম্মদ নামক নবীর আগমনের মাধ্যমে আমাদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করতে আর তাঁর মাধ্যমে তোমরা বিজয় লাভের দোয়া করতে, এখন যখন তিনি আগমন করেছেন তখন তোমরা কেন সেই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করছ না? সালাম বিন মিশকাম নামক এক ইহুদি, যে কিনা বনূ নাযীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বনূ নযীর গোত্রের নেতা এবং তাদের ধনভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কও ছিল। এই ব্যক্তি যয়নব বিনতে হারেস নাম্নী সেই মহিলার স্বামী ছিল যে কিনা খায়বারের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) কে বিষ মিশ্রিত মাংস খেতে দিয়েছিল। যাহোক এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, এই নবী আমাদের কাছে তা নিয়ে আসেনি যা আমরা চিনি এবং তিনি সেই নবী নন যার কথা আমরা তোমাদেরকে বলেছিলাম।

হযরত কা'ব বিন আমর আনসারী বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন এক সময় আমি আমার জাতির ১৪ জন লোকের সাথে মহানবী (সাঃ) এর পাশে ছিলাম। তখন আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম, যা অত্যন্ত শান্তিদায়ক ছিল। অর্থাৎ অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক নিদ্রা ছিল। যুদ্ধের অবস্থা ছিল, কিন্তু তা এমন নিদ্রা ছিল যা আমাদেরকে প্রশান্তি দান করছিল। এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যার বুক থেকে হাপরের ন্যায় নাক ডাকার শব্দ আসছিল না। যাহোক এর ব্যাখ্যা অর্থাৎ, **'নুআস'** শব্দটি যা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, এর ব্যাখ্যা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল রাবে (রাহঃ) তাঁর এক দর্‌সে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে **'আমানাতান নুআসান'** এর যে অর্থ রয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই

দাঁড়াবে যে, দুঃখের পর তোমাদের উপর এমন শান্তি অবতীর্ণ করেছেন যাকে নিদ্রা বলা যেতে পারে অথবা এমন তন্দ্রা প্রদান করেছেন যা শান্তিদায়ক ছিল অথবা এমন শান্তি দিয়েছেন যা ঘুমের ন্যায় প্রভাব রাখে অথবা ঘুমেরই অন্তর্ভূক্ত। অথবা এমন তন্দ্রা দান করেন যা শান্তিদায়ক ছিল। অথবা সেই শান্তি দিয়েছেন যা ঘুমের মতো প্রভাব রাখে অথবা ঘুমেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল। **'আমানাতান নুআসান'** এর এটি অর্থ। কিন্তু যদি ঘুম এসে যায় তাহলে নিজের স্নায়ুর উপর, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কোন ইখতিয়ার থাকে না। যাহোক হতে পারে বিশর বিন বারা'র এমন গভীর ঘুম এসে গিয়েছিল। কিন্তু সেটি ছিল যুদ্ধাবস্থা সত্ত্বেও প্রশান্তির অবস্থা। আল্লাহতা'লা বলেন আমরা তোমাদের ওপর এমন একটি প্রশান্তির অবস্থা দান করেছিলাম যা ঘুমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু ঘুমের মতো এত গভীর ছিল না যে তোমাদের নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপরকোন ইখতিয়ার না থাকে। সেটা প্রশান্তি তো দিচ্ছিল কিন্তু তোমাদেরকে অকেজো করছিল না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহঃ) লিখেছেন, সব মুজাহিদ যারা হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন তাদের উপর হঠাৎ যেন আকাশ থেকে একটি জিনিষ নেমে আসে এবং ঐ অবস্থা তাদের উপর ছেয়ে যায়। তখন তাদের এ প্রশান্তির খুব দরকার ছিল। তাদের শিরা উপশিরা সজিব করার, সেগুলোকে সতেজ করার খুবই প্রয়োজন ছিল। যাহোক, পুরো দল একই সময়ে এরুপ এক অবস্থায় চলে যায় যখন লড়াই চলছে এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে ভীষন ভয়েরও কারন থাকে, তখন এটি এক মহা পুরস্কার ও নিদর্শন স্বরুপ। এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যা কোন কোন লোকের সাথে ঘটে যায়। এটি ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া কোন বিষয় নয় বরং একটি অলৌকিক নিদর্শন ছিল। এটি আল্লাহ্তা'লার পক্ষ থেকে একটি একটি বিশেষ প্রশান্তিময় অবস্থা তখন তাদেরকে দান করা হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত বিশর খয়বরের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে সেই বিষাক্ত ছাগলের মাংস খেয়েছিলেন যা এক ইহুদী নারী উপহার স্বরুপ মহানবী (সাঃ) কে দান করেছিলেন। হযরত বিশার (রাঃ) যখন নিজের গ্রাস গ্রহণ করেন আর খাবারের স্থান তখনও তিনি ত্যাগ করেন নি আর সেখানেই তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হতে থাকে আর তা 'তালসান' কাপড়ের মত হয়ে যায়। এতে করে এক বছর পর্যন্ত তিনি এত কষ্ট ভোগ করেন যে, কারো সাহায্য ছাড়া পার্শ্ব পরিবর্তন পর্যন্ত করতে পারতেন না আর এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। আর একটি রেওয়ায়েতে এটিও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি নিজ স্থান ত্যাগও করতে পারেননি আর বিষ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, খাবার গ্রহণের পরক্ষণই তার মৃত্যু ঘটে। হযরত বিশার বিন বারআ (রাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার মা অনেক কষ্ট পান। তিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! বিশারের মৃত্যু বনু সালামাকে ধ্বংস করে দিবে। মৃতরা কি একে অপরকে চিনতে পারবে? সে যে কাজ করেছে এর ফলে সে তো ধ্বংস হবেই। প্রশ্ন হল মৃতরা কি একে অপরকে চিনতে পারবে? বিশারের কাছে কি সালাম পৌঁছানো সম্ভব। উত্তরে মহানবী (সাঃ) বলেন-হ্যাঁ, হে উম্মে বিশার! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যেভাবে বৃক্ষে বসা অবস্থায় পাখিরা একে অপরকে চিনতে পারে ঠিক সেভাবেই জান্নাতিরাও একে অপরকে চিনতে পারবে। একটি রেওয়ায়েতে এই শব্দ রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) এর উক্ত কথা শোনার পর বনু সালামার গোত্রের কোন সদস্য যখন মৃত্যুপথযাত্রী হতেন তখন হযরত বিশারের মা তার কাছে যেতেন আর বলতেন- হে উমুক, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তখন এর উত্তরে তিনিও বলতেন তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর তিনি বলতেন, বিশারকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে।

কিছু বিরোধীরা এটিও আপত্তি করে থাকে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মৃত্যু এই বিষের প্রভাবেই হয়েছিল। ইতিহাস ও জীবনচরিতের কিছু বইও এই বিতর্ক উসকে দিয়েছে। কিছু জীবনীকার রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শাহাদাতের মর্যাদা দানের জন্য সেসকল বর্ণনা গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যায় যেখানে এর উল্লেখ আছে যে, এই বিষের প্রভাবেই তিনি (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। অথচ বাস্তবিকতার নিরিখে এই কথা সঠিক নয়। আমাদের রিসার্চসেলও এ সম্পর্কে আমাকে একটি নোট প্রেরণ করেছে সে মোতাবেক তারা বলেন, ইতিহাস এবং সীরাত বা হাদীসের যে কোন গ্রন্থ থেকেই এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যু বিষ প্রয়োগের ফলে হয় নি। যে এমন কথা বলে সে এ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত বা হাদীসের জ্ঞান রাখে না বা সে এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত। স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, বিষ প্রয়োগের ঘটনা খায়বার যুদ্ধের সময় ঘটেছিল আর সেই ঘটনার প্রায় চার বৎসর পর পর্যন্ত তিনি (সাঃ) জীবিত ছিলেন। সেই ঘটনার পূর্বে যেভাবে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন ঠিক সেভাবেই এই ঘটনার পর তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। সব ধরনের ইবাদত এবং অন্যান্য ব্যপারেও তিনি (সাঃ) এক ইঞ্চিও কমতি প্রদর্শন করেন নি। প্রায় চার বৎসর পর তাঁর জ্বর হওয়া এবং মাথা ব্যাথা হওয়া এবং এর

পর তাঁর মৃত্যু হওয়াতে কোন বুদ্ধিমান এ কথা বলতে পারে না যে, চার বৎসর পর বিষ প্রয়োগের কারণে তা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, এতে কেবল একটি কষ্টের প্রকাশ রয়েছে যা মহানবী (সাঃ) সেই সময় ব্যক্ত করেছিলেন। আর সবাই জানে যে, অনেক সময় কোন দৈহিক কষ্ট বা আঘাত বা ব্যাধি কখনো কখনো বিশেষ উপলক্ষ্যে কোন কারণে প্রকট আকার ধারণ করে। খায়বারের সময় যে বিষ এবং মাংস তিনি (সাঃ) খেয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত রেওয়ায়েতসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে এটিও পাওয়া যায় যে, বিষ মিশ্রিত মাংস তিনি (সাঃ) মুখে দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু গলাধঃকরণ করেননি বা খান নি। আর যদি খেয়েও থাকেন তাহলে তার স্বাভাবিক জীবন এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, এটি অবশ্যই তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল না। হাদীসে এই ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণসহ উল্লিখিত আছে আর সেখানে এটিও লেখা আছে যে, মহানবী (সাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এতে বিষ রয়েছে, তাই তিনি (সাঃ) সাহাবীদের তা খেতে বাধা দিয়েছিলেন। আর বিষ মিশ্রণকারী নারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, আমরা এজন্য বিষ মিশিয়েছি যে, আপনি যদি খোদার পক্ষ থেকে সত্য রসূল হয়ে থাকেন তাহলে আপনি রক্ষা পাবেন, নতুবা আমরা আপনার কাছ থেকে রক্ষা পাব। যেহেতু ইহুদিরা তাঁর রক্ষা পাওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে আর তাঁকে (সাঃ) দেখার পর সেই মহিলার কথা ছিল যে, এত মারাত্মক বিষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি রক্ষা পেয়ে গেছেন, অতএব তিনি (সাঃ) রক্ষা পেয়েছেন। বরং কতিপয় রেওয়ায়েতে এই মহিলার ইসলাম গ্রহণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যাদের গায়েবানা জানাযা ইনশাআল্লাহ্ আমি জুম্মার নামাযের পর পড়াব। প্রথম জানাযা হলো জনাব নাসের আহমদ সাহেবের, যিনি রাজনপুরের মোকাররম আলী মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ৬৩ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন**। দ্বিতীয় জানাযা হলো, মিয়া আল্লাহ্ দিত্তা সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় আতাউল করীম মুবাশ্বের সাহেবের। তিনি শেখুপুরা জেলার কিরতু নিবাসী আর বর্তমানে কানাডায় বসবাস করতেন। গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে ৭৫ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়, **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন**।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুমদ্বয়ের জন্য দোয়ার আবেদন জানান এবং বলেন, আল্লাহ্তা'লা মরহুমদ্বয়ের প্রতি ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
29 November 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org